নাশকতার আগুনে আবারও পুড়ল স্কুল

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা হরতালের মধ্যে এবাং প্রাথমিক বিদ্যালয় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের কয়েকটি বেঞ্চ, বৈদ্যুতিক পাখা ও টিনের বেড়া পুড়ে গেছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহতের নামে সারা দেশে ৫৫৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে একই ভাবে স্কুল পুড়িয়ে দেওয়ার নাশকতার ষড়যন্ত্র চলছে মনে করেন শিক্ষাবিদেরা।

পুলিশ জানিয়েছে, রোববার (১৯ নভেম্বর) ভোরের দিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের গিলাশ্বর গ্রামের ১৩২ নম্বর গিলাশ্বর মরহুম আ. জব্বার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়। এতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের কয়েকটি বেঞ্চ, বৈদ্যুতিক পাখা ও টিনের বেড়া পুড়ে যায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাসুদুল করিম জানান, রাত সাড়ে ৩টার দিকে কয়েকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে কয়েকজন যুবক বিদ্যালয়ে আগুন দেয়। পরে তারা মিছিল সহকারে ঘটনাস্থল ছেড়ে যায়। তিনি আরও জানান, ওই শ্রেণিকক্ষে প্রথম শিফটে দ্বিতীয় শ্রেণির ৩২ ও পঞ্চম শ্রেণির ৩৫ শিক্ষার্থীর পাঠদান করা হতো।

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তরিকুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নিবে। এছাড়া আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণিকক্ষটি দ্রুত মেরামত করে পাঠদানের উপযোগী করা হবে বলেও জানান তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকবলেন, ‘রাজনীতির মূল লক্ষ্য আমাদের প্রজন্মের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজনীতির নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর আগেও দশম সংসদ নির্বাচনে হয়েছিল। সেসময় নির্বাচন প্রতিহত করার নামে দেশে পাঁচশ’র বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রকারীরা আবার নাশকতায় নেমেছে। যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে চায় তাদের হাতে দেশ কখনও নিরাপদ থাকে না। দেশবাসীকে

এজন্য সচেতন হতে হবে। সবাই মিলে নাশকতাকারীদের প্রতিহত করতে হবে।’

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়ে দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চায় বিএনপি-জামায়াত জোট। অথচ শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে স্কুলে আসতে চায়। ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে চায়। বিএনপিকে বলব, বিদেশে পালিয়ে থাকা ব্যক্তির নির্দেশে দেশ ধ্বংসের কর্মসূচি না দিয়ে শিক্ষার্থীদের কথা ভাবুন, দেশের কথা ভাবুন।’

তলে তলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই সারা দেশ এখন নির্বাচনমুখী। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ছোট বড় অর্ধশতাধিক রাজনৈতিক দল মাঠে নেমেছে। আওয়ামী লীগসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ৩০০ আসনের মনোনয়নপ্ত্রও বিতরণ শুরু করেছে। অন্যদিকে বিএনপি এখন পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের কথা জানালেও তলে তলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২০০৮ সালে নবম সংসদ এবং ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও বয়কটের ঘোষণা দিয়েও শেষ মুহূর্তে অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও এমনটি হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি,কিন্তু পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ভোটে আসে বিএনপি। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেনা। সেসময় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া অনুরোধ করেছিলেন দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তারকৃত দুই ছেলে তারেক রহমান ও কোকোকে যেনো বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার

খালেদা জিয়ার অনুরোধ নাকচ করে দেয়। ফলে ছেলেদের মুক্তি ব্যতীত খালেদা জিয়া তার দল বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য খালেদা জিয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। সমঝোতা অনুযায়ী, দুর্নীতিগ্রস্থ তারেক রহমান ও কোকো আর কখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না মর্মে মুচলেকা দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে লন্ডনে চলে যায় এবং বিএনপি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে ‘বাংলাদেশ: ইমার্জেন্সি অ্যান্ড দ্যা আফটারম্যাথ (২০০৭-২০০৮)’ শিরোনামের বইতে বিএনপির প্রয়াত নেতা মওদুদ আহমদ উল্লেখ করেছেন যে, ছেলেদের মুক্তি এবং বিদেশ পাঠানোর বিনিময়ে খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত মেনে নিয়েছিলেন।

২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বেও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সরব ছিল বিএনপি। সেসময় তারা প্রথমে দাবি করেছিল,দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেনা। কিন্তু সংবিধান মোতাবেক দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের শক্ত অবস্থানের ফলে এক পর্যায়ে বিএনপির নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্ট জোট গঠন করা হয় এবং সে নির্বাচনেও বিএনপি অংশগ্রহণ করে।

২০১৮ সালের নির্বাচনে ভরাডুবির পর নির্বাচনের ফলাফল বয়কট করেছিল বিএনপি। কিন্তু সংসদে নিজেদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে ৬ নির্বাচিত ও ১জন সংরক্ষিত মোট ৭ জনকে সংসদে পাঠিয়েছিল বিএনপি। কিন্তু পরবর্তীতে সংসদীয় ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে ৭ জন সংসদ সদস্যই সংসদ থেকে পদত্যাগ করে এবং দলীয় ভাবে বিএনপি রাজপথেই সকল দাবির উপর আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ঈদের পর আন্দোলন,৩১ দফা,১৪ দফা,৪ দফা,১ দফা আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েও জনসম্প্রিক্ততা না থাকায় সকল আন্দোলনেই ব্যর্থ হয় বিএনপি। সর্বশেষ চলতি বছরের ২৮ অক্টোবর সরকার পতনের দাবিতে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে চূড়ান্ত আন্দোলন করে বিএনপি। কিন্তু তাতেও আন্দোলনের ফলাফলের দিক থেকে তেমন সুবিধা করতে পারেনি বিএনপি।

অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিএনপি রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামের দিকে ধাবিত হলেও সেখানেও ব্যর্থ, আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে সংসদেও তাদের প্রতিনিধি থাকবেনা। এমতাবস্থায় দলটি অস্তিত্বসংকটে

পরবে তা দলের শীর্ষ নেতাদের সবারই জানা। তাই বিএনপি এই মূহূর্তে সকলের অগোচরে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এব্যাপারে রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক হারুন অর রশিদ বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে বছরের শুরু থেকেই দেশে বিদেশি তৎপরতা ছিল চোখে পরার মতো। একের পর এক পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বিএনপি প্রীতিও এখন কারো অজানা নয়। রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছেন। দফায় দফায় বৈঠক করেছেন বিএনপি নেতাদের সাথে, এমনকি সরকারকে চাপে ফেলতে ভিসা নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সকল পদক্ষেপেই ব্যর্থ হয়েছে বিদেশিরা। দলীয় সরকারের অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলে অনড় অবস্থানে রয়েছে সরকার।

সর্বশেষ শর্তহীনভাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে বসতে আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাতেও খুব একটা সুবিধার আওতায় আসতে পারছেনা বিএনপি। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংলাপের সময় ফুরিয়ে গেছে বলে সংলাপের আহবানকে প্রত্যাখান করা হয়েছে। বিদেশি তৎপরতার সকল চেষ্টাই আপাতত শেষ বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বিএনপি এতদিন যে বিদেশিদের ঘাড়ে ভর করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চেয়েছিল সে আশারও গুড়েবালি। তাই এই মুহূর্তে সকল পরিকল্পনাকে পাশ কাটিয়ে বিএনপি তলে তলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে যে গুঞ্জনটি শোনা যাচ্ছে তা একেবাড়ে উড়িয়ে দেয়ার মতো সুযোগ নেই।

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমে ১৮ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে নির্বাচনের তারিখ আরও ১১ দিন পিছিয়ে ২৯ ডিসেম্বর করতে পুণরায় তফসিল ঘোষণা করা হয়। একইভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে, ৮ নভেম্বর ২০১৮ সালে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ২৩শে ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ঐক্যফ্রন্টের দাবির প্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর পুনঃতফসিলে তা পিছিয়ে ৩০শে ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে, বিএনপির বোধহয় আর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।এরকম ভাবার কোন অবকাশ নেই। বিএনপি যদি নির্বাচনে আসে এবং পুনঃ তফসিলের আবেদন করে তাহলে অবশ্যই তাদের আবেদন

বিবেচনাসাপেক্ষে ভোটের দিন নতুনভাবে নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে।’

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ছাদেকুল আরেফিন বলেন, বিএনপি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার একটা শক্ত কারণ হচ্ছে, যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে তাহলে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বহু নেতাই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দেবে। তৃণমূল বিএনপি ইতোমধ্যেই ৩০০ আসনে তাদের প্রার্থী দেবার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও বিএনপি ভেঙ্গে বিএনএফ, স্বতন্ত্র গণতন্ত্র মঞ্চ নামের আরো কয়েকটি দল গঠিত হয়েছে,যাদের নেতৃত্বে রয়েছে বিএনপিরই সাবেক নেতারা। এ দলগুলোও আসন্ন নির্বাচনে জোটগতভাবে কিংবা স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে তাহলে অধিকাংশ নেতাকর্মীই এসকল দলের হয়ে নির্বাচনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিএনপি তলে তলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে যে খবরটি চাউর হচ্ছে তা আসলেই যৌক্তিক।

দেশে ফিরে সব গুজবের জবাব দিলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

দেশে ফিরে পরিকল্পিত গুজব আর প্রোপ্যাগান্ডা জবাব দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। শুধুমাত্র হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলেল জন্য তাকে নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিলো একটি মহল। শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই নয়, গুজব ছড়ানোর সামনে ছিলেন একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শো উপস্থাপকও। তবে সব গুজব মিথ্যা প্রমাণ করে তিনি দেশে ফিরে তরুণ উদ্ভাবকদের হাতে তুলে দিলেন জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত’ , ‘ইন্টারপোলের মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ জয় গ্রেফতার’, ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞায় জয়’, জয়ের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কড়া চিঠি’,

‘যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে পালিয়েছেন জয়’ – এমন অনেক অপপ্রচার চালানো হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও তিনি বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্রে তার অবস্থানের বার্তা নানাভাবে। সর্বশেষ তিনি তার মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে একটি পারিবারিক ছবি পোস্ট করেছেন ভার্জিনিয়ার একটি গলফ ক্লাবে। মায়ের জন্মদিনে উপলক্ষে গত ২৯ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি প্রকাশ করেন সজীব ওয়াজেদ। এই ছবিতে দেখা যায়, সজীব ওয়াজেদ তার পরিবার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন তার গলফ ক্লাবে। ছবির ক্যাপশনে সজীব ওয়াজেদ লেখেন, ‘ভার্জিনিয়ায় গল্ফ ক্লাবে পরিবারের সঙ্গে মায়ের জন্মদিনের ডিনার।’ এই ছবির মাধ্যমে সজীব ওয়াজেদ জয় জানিয়ে দেন, পরিবারসহ তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছেন। শুধু সমালোচনার জন্যই মিথ্যা বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বা ট্রেজারার বিভাগও খুঁজছে না।

সেই ছবি পোস্টের মাত্র ৮ ঘণ্টার মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্টটিতে কমেন্ট করছেন অনেকেই। সেই সঙ্গে অনেকেই গুজব রটনাকারীদের সমালোচনা করছেন। এক ব্যক্তি লেখেন, ‘এভাবে মাঝে মধ্যে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া উচিত, না হলে যেভাবে তারা (গুজব রটনাকারীরা) শুরু করেছিলো।’ গুজবকারীদের সমালোচনা করে অনেকেই বলেছেন, ‘সত্য সামনে আসবেই। সমালোচনা-গুজব সব ব্যর্থ সত্যের কাছে। প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।’

ছবি পোস্টের পর অপপ্রচার চালানো বন্ধ হয়নি বরং ছবিটি এডিট করে কিংবা ছবির তথ্য সম্পর্কে ভুয়া এনালাইসিস করে বুঝানোর চেষ্টা কড়া হয়েছে ছবিটি অনেক আগে তোলা। যদিও প্রযুক্তিবিদদের মতে, ফেসবুকে আপলোড করা ছবির তথ্য পুনরায় ডাউনলোড করে উদ্ধার করা সম্ভব না।

‘ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতার শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়’, গত ২৪ অক্টোবর এমন শিরোনামে ভিডিও প্রকাশ করা হয় একটি ফেসবুক পেজ থেকে। এটি প্রচারিত হয় বিএনপি-জামায়াতসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু পেজ ও প্রোফাইল থেকে। শুধু তাই নয়, চলতি বছর এমন আরও অনেক গুজব ছড়ানো হয়েছে জয়কে নিয়ে।

সজীব ওয়াজেদ জয়কে নিয়ে অসংখ্য গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই ফেসবুক ও ইউটিউবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এমন সব অদ্ভুত ভিডিও । এসব

ভিডিও বেশিরভাগই তৈরি করা হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের অবস্থান নিয়ে যখন অপপ্রচার তুঙ্গে তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেছেন, বিএনপি-জামায়াতি গুজববাজ গোষ্ঠী গত বেশ কিছু দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে নিয়ে একটি গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে, সজীব ওয়াজেদ জয় নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেই, কারণ তাকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এদের নিম্নমানের রুচি এবং মিথ্যাচারের কোনো সীমা নেই। এদের রাজনীতি ঘুরপাক খায় নোংরামি, রুচিহীনতা এবং মিথ্যাচারের আবর্তে।

জয়কে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে কথিত নর্থইস্ট নিউজে। সেখানে চন্দন নন্দী নামে এক সাংবাদিক লিখেছেন -বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পুত্রবধূ ভার্জিনিয়ায় নতুন বাড়ি কিনলেন, কিন্তু ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ছবিতে ‘নিখোঁজ’!

গুজব ছড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে জয়ের নিয়োগ নিয়েও। বলা হয় – কোটি কোটি টাকা বেতন নেন সজীব ওয়াজেদ জয়। অথচ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নিয়োগপত্রে বলা হয়েছে- ‘এই নিয়োগ খন্ডকালীন এবং অবৈতনিক’।

জয়কে নিয়ে গুজব চালানো হচ্ছে এটি প্রমাণিত হয় তার ছবি পোস্ট করার আগেই। কারণ প্রথমে গুজব চালানো হয় – জয়কে যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ করতে দিচ্ছে না সেদেশে। এরপর আবার বলা হয় – জয় যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না দিলে সেদেশে গ্রেফতার করা হয় কিভাবে- এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে একটি গোষ্ঠী উদ্দেশমূলকভাবে জয়কে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যম পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি ঘোষণার পর থেকে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে গুজবের ডানা মেলে আরও বিস্তর ভাবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধীপক্ষ যুৎসই আন্দোলন না গড়তে পেরে বারবার ছড়িয়েছে নানা গুজব। এছাড়া বিরোধী রাজনীতিবিদরাও গুজবের আগুনে ঢেলেছেন ঘি। গুজব ছড়িয়েছেন একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের একজন টকশো উপস্থাপকও। এছাড়া সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে গুজব ছড়িয়েছেন এক সময়ের ডাকসাইটে ছাত্রনেতা বর্তমানে একটি দলের নেতৃত্বে থাকা মাহমুদুর রহমান মান্নাও।

দেশে ফিরে শনিবার (১৮ নভেম্বর) মানবিক কাজের মাধ্যমে সমাজে অবদান

রাখার স্বীকৃতি হিসেবে দেশের সেরা ১২ যুব সংগঠনকে ‘জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩’ তুলে দিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে দেশের ৭৫০টিরও বেশি সংগঠনের মধ্য থেকে ছয় ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেয়ার আয়োজক আওয়ামী লীগের গবেষণা উইং সিআরআই’র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ‘ইয়াং বাংলা’। সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) প্রধানও সজীব ওয়াজেদ জয়। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আগামী দশ থেকে পনেরো বছর পরে দেশে বিএনপি-জামায়াত নামে কোনো দল থাকবে না।

জয়ের দেশে ফেরা খবরে কেউ কেউ ফেসবুকে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ঢাকায় এসেছেন। উনার দেশে আগমনের মাধ্যমে পিনাকী ভট্টাচার্য, ইলিয়াস হোসেন, কনক সারওয়ারদের মতো অতিকথন আর অতিরঞ্জিত তথ্য ছড়ানো ভিডিও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরি নষ্ট হলো। চন্দন নন্দীর মতো মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এরা লাখো মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। অতিরঞ্জিত তথ্য ছড়িয়ে লাখো মানুষকে সাময়িক উত্তেজিত করে হতাশা সৃষ্টি করেছে এরা। দেশে কিছু ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে সেটা সময় হলেই সবাই দেখতে পারবে, না ঘটলে সেটাও সঠিক সময়মতো সবাই প্রত্যক্ষ করবে। তৎপরিবর্তে এসব ইউটিউবাররা অলিক ভবিষ্যদ্বাণী করে মানুষকে দিবাস্বপ্নে বিভোর রেখে মোটিভেশনের বদলে পর্বতসম হতাশ করে ছেড়েছে। চন্দন নন্দীদের প্রোপাগান্ডা থেকে নিজেকে হেফাজত করুন। এদের আলাদা এজেন্ডা আছে।

হরতাল-অবরোধে ক্ষতির মুখে শিক্ষার্থীরা; ছুটির দিনে স্কুলে পরীক্ষা

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধ-হরতালে ক্ষতির মুখে পড়েছে শিক্ষার্থীদের জীবন। অবরোধ-হরতালের প্রভাব পড়েছে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় দুই কোটি শিক্ষার্থীর ওপর। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে মাধ্যমিকের

শিক্ষার্থীরা। শুধু পরীক্ষা নয়, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে সারা দেশের স্কুলগুলোতে নতুন বই পাঠানো হয়। হরতাল-অবরোধের কারণে এসব কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সহিংসতার আতঙ্কে স্কুলে কমে গেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি।

করোনার কারণে দেড় বছর বন্ধ ছিল দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই দশা থেকে মুক্তি পেয়েই অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়ন, অটো পাস এবং সবশেষ সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। তবে করোনার প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিখন ঘাটতি দেখা দিয়েছিল মারাত্মক আকারে। সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠে আগামী বছর পূর্ণ সিলেবাসে ও পূর্ণ নম্বরে ফিরছে পাবলিক পরীক্ষা। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচির কারণে আবার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নভেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সব শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। হরতাল-অবরোধে বছর শেষে বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এখন পর্যন্ত বড় ধরনের সমস্যা না হলেও পরবর্তী কর্মসূচিগুলো সহিংস হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সে কারণে বার্ষিক পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ‘অসম্পূর্ণ’ রেখেই শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে হতে পারে বলে আশঙ্কা শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের।

নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫ নভেম্বর শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে তা পিছিয়ে ৯ নভেম্বর থেকে শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। নতুন শিক্ষাক্রম চালু হওয়া শ্রেণিগুলোতে ৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে মূল্যায়ন। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন চলছে। ১৯ নভেম্বর তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের মূল্যায়ন শুরু হবে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। এদিকে বার্ষিক পরীক্ষাও শুরু হয়েছে নভেম্বরের শুরুতে। চলতি মাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ করতে হবে। অন্যদিকে, কিন্ডারগার্টেনগুলোতে এখনো ক্লাস চলছে। তবে উপস্থিতি কম। আগামী ২২ নভেম্বর কিন্ডারগার্টেনগুলোতে পরীক্ষা শুরু হতে পারে।

গত সপ্তাহে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। রাজধানীর স্বনামধন্য ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক

পরীক্ষাসূচি অনুযায়ী গত ১৩ নভেম্বর দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হয়। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী চলতি মাসের ৩০ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটির পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হরতালের কারণে বাধ্য হয়ে শুক্র ও শনিবারও পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছে। একইভাবে বন্ধের দিনে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন চলছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজেও।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কেয়া রায় চৌধুরী বলেন, ‘হরতালের কারণে আমরা রবি ও সোমবারের পরীক্ষা এগিয়ে এনেছি। এ দুদিনের পরীক্ষা শুক্র ও শনিবার হবে। কিন্তু এর পরও নভেম্বরে পরীক্ষা শেষ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে, তা-ও জানি না। সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরির শঙ্কা তো থেকেই যাচ্ছে।’

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) এবিএম আলীনূর রহমান বলেন, ‘মাউশির নির্দেশে স্কুল খোলা রাখছি। এখন পরীক্ষার সময়। কোনো পরীক্ষা পেছায়নি। বরং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়ন পরীক্ষা শনিবার বন্ধের দিনে নিতে হচ্ছে। তার পরও রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে উদ্বেগ তো আছেই।’

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে না। তাদের কর্মসূচির কারণে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। সে কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর আরও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।’

কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ‘কিন্ডারগার্টেনে এখনো পরীক্ষা শুরু হয়নি। ক্লাস চললেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। আগামী ২২ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হতে পারে। হরতাল-অবরোধের কারণে অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় শুক্র ও শনিবারও পরীক্ষা হতে পারে।’

হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি নবীন প্রজন্মের অপূরণীয় ক্ষতি করছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, ‘রাজনীতির মূল লক্ষ্য আমাদের প্রজন্মের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখন হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচির কারণে চাকরির পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, ক্লাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে একজন

শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারছে না। শুধু তাই নয়, সে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হচ্ছে। কারণ তার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার অংশ ছিল এই মূল্যায়ন।’

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ গোলাম ফারুক বলেন, ‘দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছে। সবার কাছে নতুন হওয়ায় অনেকে তা বুঝে উঠতে পারছেন না। স্কুলে স্কুলে মূল্যায়ন হচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অবশ্যই তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের একদিনও অপচয় করা যাবে না। প্রতিটি দিন, ঘণ্টা, মিনিট আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে স্কুলে আসতে চায়। ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে চায়। নতুন কারিকুলামের আলোকে মূল্যায়নে অংশ নিতে চায়। সেজন্য শিক্ষার্থীরা স্কুলে স্কুলে মানববন্ধনও করেছে। বিএনপিকে বলব, বিদেশে পালিয়ে থাকা ব্যক্তির নির্দেশে দেশ ধ্বংসের কর্মসূচি না দিয়ে শিক্ষার্থীদের কথা ভাবুন, দেশের কথা ভাবুন।’

দলীয় কাজে সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন না শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ কার্যালয়ে শনিবার সকাল ১০টায় ব্যক্তিগত গাড়িতে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিক্রির দলীয় কর্মসূচি উদ্বোধন করে প্রথম ফরমটি তিনিই কিনলেন। ফরম বিক্রির কর্মীরা জানান, আপাতত তিনি ফরম নিয়েছেন, গোপালগঞ্জ-৩ আসনের জন্যে। প্রধানমন্ত্রীর এর পরের কর্মসূচি ছিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত। এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে যান সরকারি গাড়িতে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কাজ ছাড়া কোন সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন না।

শুক্রবার বিকাল ৩টায় আওয়ামী লীগের তেজগাঁও কার্যালয়ে ছিল দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভা। তফসিল ঘোষণার পর দলের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা। এখানেও প্রধানমন্ত্রী আসেন ব্যক্তিগত গাড়িতে। নির্বাচনের খুটিঁনাটি নানা বিষয় নিয়ে তিনি টানা বক্তৃতা করেন কিন্ত সরকারি টেলিভিশন বিটিভি কোন লাইভ সম্প্রচার করেনি। বিটিভির প্রতিবেদক জিহাদুর রহমান জিহাদ জানান, তফসিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সংগ্রহ নিয়ে বিটিভির কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর যেকোন কার্যক্রম অন্য গণমাধ্যম যেমন কাভার করে, তারাও সেভাবে করবে। এখানে সরকার প্রধান হিসাবে আলাদা কোন কাভারেজ তিনি পাবেন না। এটা আসলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা।

এর আগে গত ৩১শে অক্টোবর গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আরপিও অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল হবে। তারপর থেকে কোনো মন্ত্রী ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন না। সুযোগ-সুবিধাও পাবে না। কিন্তু সরকারি ওয়ার্ক চলবে। তিনি জানান, প্রার্থী হওয়ার পর, গণভবনে কোন কনফারেন্স তিনি করবেন না। তখন কোন সংবাদ সম্মেলন করতে হলে, আওয়ামী লীগের আলাদা কোন অফিসে করা হবে। তিনি আরও বলেন, ‘তফসিলের পর থেকে ভোটের ফলাফলের সরকারি গেজেটে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত ‘নির্বাচন-পূর্ব সময়’। এই সময়ে যে সরকার থাকবে তাদের কার্যক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে এবং ক্ষমতাও অনেক কমে আসবে। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকার কোনো নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেবে না। একই সঙ্গে নতুন কোনো উন্নয়ন প্রকল্পও গ্রহণ করবে না। সরকারের যেসব মন্ত্রী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন, তাদের সুযোগ-সুবিধা কমে আসবে। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের তারা কোনো প্রোটোকল পাবেন না। তিনি আরও বলেন, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও কানাডার মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচনকালীন সরকার থাকে, সেভাবে চলবে। অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে রুটিন ওয়ার্ক পালন করব, যেন সরকার অচল হয়ে না যায়।’

এরই মধ্যে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, যেহেতু তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এখন থেকে রুটিন কাজ করে যাবে। নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকে তারা পলিসি ডিসিশন নেয় না, যেন একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে। তারা এমন কিছু করবে না, যা জনগণ সরকারকে ভোট দিতে আকৃষ্ট করে। তিনি সংবিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ

১৯৭২-এর ৫(২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো দায়িত্ব পালনে বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে। ৪৪(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুসারে, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং তাদের অধস্তন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া বদলি করা যাবে না। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলির ব্যবস্থা নিতে পারবে। ‘নির্বাচন কমিশন এ সময় নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১’ প্রয়োগ করতে পারবে।

অবশেষে টরোন্টোতেই ভিডিওতে ধরা পড়ল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ হাতে গুলি করে খুন করা এস এইচ এম বি নূর চৌধুরীকে নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার করেছে কানাডিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিবিসি। যে প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরীর দেখা মিলেছে। সিবিসি টেলিভিশিনের জনপ্রিয় অনুসন্ধানী বিভাগ ‘দ্যা ফিফথ স্টেট’ এ ‘দ্যা এসাসিন নেক্সট ডোর’ শিরোনামের ৪২ মিনিটের এই প্রতিবেদনটি প্রচারিত হয় শনিবার (বাংলাদেশ সময়) সকাল ৮টায়।

প্রতিবেদনে নূর চৌধুরীর কানাডায় পালিয়ে যাওয়া, ২৭ বছর সেখানে থেকে যাওয়া এবং খুনের অভিযোগে হওয়া শাস্তি বাস্তবায়নে তাকে বাংলাদেশের ফেরত চাওয়া বিষয়গুলো উঠে এসেছে। কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার বলেছেন, ‘এই একটি ইস্যু বাদে কানাডার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কেবল বাংলাদেশি হাই কমিশনার হিসেবে নয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিসিবে আমি চাই তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।’

নূর চৌধুরী কোথায় আছেন, কি করছেন, এ নিয়ে জানা থাকলেও তথ্য আকারে সামনে আসেনি তেমন। তার অবস্থান নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরির প্রচেষ্টা ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে, এই রিপোর্ট প্রচারের মধ্য দিয়ে সেই ধোঁয়াশা কেটে যাবে এবং কানাডিয়ান সাধারণ জনগণ তাদের পাশের বাসায় থাকা ভয়ানক এই খুনি সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পাবে।

প্রতিবেদনে টরন্টোর নিজ ফ্লাটের ব্যালকনীতে নূর চৌধুরীকে এক ঝলক দেখানো হয়। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরীকে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা অবস্থাতে ধরতে পারেন প্রতিবেদক। কিন্তু কথা না বলে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে কোনমতে কেটে পড়েন তিনি। দীর্ঘদিন অনুসরণ করে খুঁজে বের করেছে ফিফথ স্টেটের অনুসন্ধানী দলটি।

বঙ্গবন্ধুকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যার পর কূটনীতিক হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেন নূর চৌধুরী। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে তিনি পালিয়ে প্রথমে আমেরিকা, পরে কানাডায় ঢোকেন দর্শনার্থী হিসেবে। এরপর ১৯৯৯ সালে শরণার্থী হিসেবে থেকে যাওয়ার আবেদন করলেও কানাডা সরকার তা নাকচ করে দেয়। আপিল করেও হেরে যান নূর চৌধুরী। ২০০৯ সালে তাকে কানাডা থেকে নূরকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কানাডিয়ান সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু বাংলাদেশে পাঠালে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে পারে— এমন শঙ্কার কথা জানিয়ে ২০১০ সালের দিকে সরকারের কাছে ‘প্রি রিমুভাল রিস্ক এসেসমেন্ট’র আবেদন করেন নূর চৌধুরী। যেহেতু কানাডা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না, সেহেতু এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে কানাডায় মুক্ত জীবন যাপন করছেন তিনি।

অবরোধ-হরতালের বিরুদ্ধে শিল্পী সমাজের মানববন্ধন

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপির ডাকা অবরোধে দেশের চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির তথ্য তুলে ধরে শেখ হাসিনাকে আবারও

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বাংলাদেশের শিল্পী সমাজ। মানববন্ধনে বক্তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখার আহবান জানান।

শনিবার হরতাল-অবরোধের বিরুদ্ধে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে ”ধ্বংসের বিরুদ্ধে শিল্পীসমাজ” ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধন উপস্থিত হয়ে তারা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মানববন্ধনে চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ বলেন, ‘আমার বাচ্চারা আজকে বন্ধের দিনে পরীক্ষা দিচ্ছে। এই অবরোধের কারণে তারা অনলাইন ক্লাস করছে। বাচ্চারা যখন এ বিষয়গুলো জানতে চায় আমরা উত্তর দিতে পারি না। তারা ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। আজকালের শিক্ষার্থীরা হরতাল অবরোধ চায় না কারণ স্মার্ট হিসেবে গড়ে উঠছে। বর্তমান সরকারের দোষ কি? তিনি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করেছে? এগুলো কারও দোষ হলে আমরা সেই দোষীর পক্ষেই রয়েছি। তাই আগামী নির্বাচনে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে জয়ী করতে চাই।’

এসময় অভিনেত্রী নিপুন বলেন, ‘শেখ হাসিনাতেই আমার আস্থা। আমি অভিনেত্রী থেকে নারী উদ্যোক্তা হয়েছি শেখ হাসিনার কারণেই। আজকে যারা নারী উদ্যোক্তা হয়েছে, তারা প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণেই হয়েছে। কারণ তিনি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো ভ্যাট রাখছেন না। আপনারা যারা হরতাল অবরোধ দিচ্ছেন, যার কারণে আমাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন-আপনারা কি আবারও হরতাল অবরোধে অস্থিতিশীল দেশ চান? আমরা কোভিডের সময়ও ব্যবসায় এতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হইনি,যতটা এই হরতাল অবরোধের কারণে হতে হচ্ছে। তাই আমি বলবো,আমার মেয়ের নিরাপত্তার জন্য সামনের ৭ই জানুয়ারি শেখ হাসিনাকে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই।’

অভিনেতা রিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘আজকে আমাদের টেলিভিশনের পর্দায় থাকার কথা থাকলেও আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। এর কারণ হলো আজকে বিএনপি যেই নৃশংসতা সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। তারাই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে হত্যা করেছে। তারাই আজকে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা করছে। হাসপাতাল, এম্বুলেন্সে হামলা করছে। তারা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা করছে। তাদের এই নৃশংসতা দেশাদ্রোহীতার শামিল বলে মনে করি ‘

চিত্র নায়িকা মাহিয়া মাহী বলেন, ‘আমরা চাই না আর কোনভাবে বিএনপি এদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করুক। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আছি, শিল্পী সমাজ আজকে এই সহিংসতার বিরুদ্ধে রয়েছে।’

শমী কায়সার বলেন, ‘শহীদ পরিবার আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। আমরা দেখেছি এক সময় তাদেরকে এই দেশে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পী সমাজ সব সময় সত্যর পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তারা সত্যকে লালন করে সত্যের জন্য কথা বলেছে, আর সেই সত্যিটি হলো মুক্তিযুদ্ধ। সবাই বলে সংলাপ করেন। কিন্তু যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, স্বাধীন রাষ্ট্রে যারা বিশ্বাস করেনি, স্বাধীন রাষ্ট্রের বিপক্ষে যারা ছিলো, তাদের সাথে বসে কখনো দেশ বিনির্মানের গল্প হয় না ‘

অভিনেত্রী তারিন জাহান বলেন, ‘আমি এদেশের নাগরিক এবং একজন শিল্পী। একজন নাগরিক হিসেবে আমার চাহিদা দেশের উন্নয়ন, আমার নিরাপত্তা। সেটি কে নিশ্চিত করছে তা বোঝার যথেষ্ট বোধ আমার রয়েছে। আমরা দেখছি একটি দেশ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-চেতনা নিয়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি দল বলছে জনগণের জন্য রাজনীতি করছে,কিন্তু অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণের জান-মালের ক্ষতি করছে,আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকদের পুড়িয়ে মারছে ‘

নির্মাতা গুলজার আহমেদ বলেন, ‘জনগণের জান মাল ধ্বংস করে মানুষের পেটে লাথি মেরে কিভাবে আন্দোলন করে। বিএনপি বলে তারা না-কি জনগণের স্বার্থে রাজনীতি করে৷ অথচ তারা দিনে আনে দিনে খায় এমন শ্রমিকদের বাসে আগুন দেয়। বিদেশিদের এজেন্ডা বাস্তয়নেই কাজ করছে।
’

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন অভিনেত্রী জোতিকা জ্যোতি, মুক্তিযোদ্ধাযোদ্ধা বিচ্ছু জালাল, অভিনেত্রী শম্পা রেজা, দিলারা হক, তানবীর সুইটি, অভিনেতা তুষার খান, ধ্রুব গ্রহ,এসডি রুবেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা ও পরিচালক সালাউদ্দিন লাবলুসহ অনেক শিল্পী ও পরিচালক।

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষিঋণ বাড়াতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষিঋণ বাড়াতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এক্ষেত্রে বড় ঋণের পরিবর্তে ছোট ঋণ বিতরণে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। এমনকি কোটি টাকার ঋণের পরিবর্তে ১০ টাকার ক্ষুদ্র হিসাবধারী কৃষক, মত্স্যচাষি, খামারি এবং ছোট উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনতে হবে। বিশেষ করে যারা এখন পর্যন্ত কৃষি ও পল্লিঋণের সুবিধা পাননি, তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দিতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নির্দেশ দেয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগের পরিচালক কানিজ ফাতিমা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগের প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, কিছু ব্যাংক ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক গ্রাহককে কৃষিঋণ দিতে অনীহা দেখাচ্ছে। এতে কৃষি ও পল্লিঋণের লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি কৃষিঋণ বিভাগের মনিটরিংয়ের মাধ্যমে উঠে এসেছে। এ অবস্থা থেকে বের হতে বৈঠক ডেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ে ঋণ বাড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যাংকগুলোকে বড় ঋণের বদলে ঋণের সীমা কমিয়ে ছোট ছোট ঋণ বিতরণে নির্দেশ দেওয়া হয় বৈঠকে। এরপরও যদি কোনো ব্যাংক নতুন করে বড় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে, সেসব ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা বলেন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণে অনেক ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক (শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, দলবদ্ধ ঋণ বিতরণ এবং ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ) ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছে। এতে সুদের হার ও চার্জ বেশি পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে কিছু ব্যাংক বড় ঋণ দিয়ে থাকে। এতে পরিচালন খরচ কমে আসে। তবে কৃষিঋণ বিতরণ যাদের জন্য করা, তারা যে

বঞ্চিত হচ্ছেন সেটা আমরাও বুঝি।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) জন্য কৃষি ও পল্লিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। তপশিলভুক্ত ব্যাংকগুলো এ ঋণ বিতরণ করবে। ঋণের মধ্যে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বিতরণ করবে ১২ হাজার ৩০ কোটি টাকা। আর বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ২২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করবে। গত অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ৩২ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। এছাড়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য গত বছরের নভেম্বরে কৃষি খাতের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তহবিলের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ধরা হয়েছে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত। এই তহবিলের ক্ষেত্রে কৃষিঋণ এবং তহবিলের ঋণ বিতরণে শর্ত প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, নতুন কৃষি নীতিমালায় ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ করতে বলা হয়, যা আগে ছিল ৩০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লিঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে নতুন করে কয়েকটি বিষয় যুক্ত করা হয়। এর মধ্যে নতুন কৃষকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বিশেষ করে পল্লি অঞ্চলে আয়-উত্সারী কর্মকাণ্ডে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হবে ৫ লাখ টাকা। ছাদকৃষিতে অর্থায়ন করতে পারবে ব্যাংক। অর্থাত্, বাড়ির ছাদে বাগান করতে ঋণ পাবেন গ্রাহক। এছাড়া চিংড়ি, কাঁকড়া ও কুঁচিয়া চাষে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। মত্স্য খাতে লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১৩ শতাংশ এবং প্রাণিসম্পদ খাতে লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১৫ শতাংশ ঋণ বিতরণ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান শেখ হাসিনার

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপিসহ দেশের সব

রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, অপরাধ সংঘটন ও অগ্নিসংযোগের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপির আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম সভার সূচনা বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। নির্বাচন করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতা ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও জানমালের ক্ষতিসাধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের (বিএনপি-জামায়াত) উচিত অপরাধের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তারপরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাদের অংশগ্রহণ করা।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতায় ভয় না পেয়ে নিয়ম মেনে যথাসময়ে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এ সময় তিনি সময়মতো নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তাদের পছন্দের সরকার গঠনের জন্যই এ নির্বাচন। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব’ স্লোগান দিয়ে আপনারা (নির্বাচনে) ভোট দিন।

যুব সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছে। এখন সবাই এর সুফল পাচ্ছে। এখন তার সরকার আগামীতে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করি, আমরা তাদের (তরুণদের) সহযোগিতা নিয়ে এটি করতে পারব।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা খুন করেছে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে, তাদের জনগণ কেন ভোট দিতে যাবে, তাদের ওপর আস্থা রাখবে? জনগণ তাদের বিশ্বাস করে না, কারণ তারা খুনি ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত।

নির্বাচন জনগণের অধিকার এবং এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, নির্বাচনের সময় এসেছে এবং জনগণ ভোট দেবে। জনগণ ভোট দিয়ে যে দলকে নির্বাচিত করবে, সেই দলই সরকার গঠন করবে। তিনি বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) জনগণের ওপর আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়ে হামলা চালাচ্ছে।

সূত্র: সমকাল

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত

জনগণের উন্নয়ন অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রাকে সুসংহত করেছে। এটি অব্যাহত রাখতে সকলে এগিয়ে আসতে হবে।’

আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরম খাঁ হলে ‘উন্নয়ন ও গণতন্ত্র’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সরকার মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সভার আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত গবেষণাভিত্তিক সংগঠন ‘এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ইআরডিএফবি)’।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, ‘রাজনৈতিক মতের প্রতি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। সামরিক শাসন ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে পুর্নবাসনের মত রাজনৈতিক ঘটনা এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে নষ্ট করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করতে চাওয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপর আঘাতের ঘটনা আমরা অতীতে দেখেছি। এই সকল সংকটই সকল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ কথা অনস্বীকার্য যে, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন দুটি

একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী একটি সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সময়ে এসে নতুন করে সংলাপ নিয়ে যে আলোচনা চলছে তার প্রস্তাব তিনি আগেই দিয়ে ছিলেন।’

সভায় সভাপতিত্বে ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ও এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (ইআরডিএফবি)-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন।

আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র ভাবনার উল্লেখ করে আলোচনায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. কামরুল আলম খান বলেন, ‘আব্রাহাম লিংকন এমন বলেছেন- কোন রাষ্ট্রে সব জনগণ উন্নয়নের সুফল ভোগ করে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস করলে, সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিরাজমান বলে বিবেচনা করা যায়। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন তা কারও অজানা নয়। তার অর্থনৈতিক সাফল্যমণ্ডিত পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর রিপোর্টেও এসেছে।’

বাংলাদেশের সরকার মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে উল্লেখ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘কর্মসংস্থান, যোগাযোগে উন্নতি এবং আত্মনির্ভরতা অর্জনের সুফল বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করছে। গণতান্ত্রিক চর্চা সুষ্ঠু থাকলে মানুষ এসব সুফল ভোগ করে।’

ইআরডিএফবি-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. বদরুজ্জামান ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় সভার আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও ইআরডিএফবি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল কবীর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. সেলিনা আখতার প্রমুখ।